সংবাদ
তারিখ 03-JAN-2008
পৃঃ ৬ কলাম ৭

২৭

বুয়েটের ৬০ বছর পূর্তি এবং দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মান

বুয়েট বলে পরিচিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত শনিবার এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে 'রিইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট ফর দি চ্যালেঞ্জেস অফ টোয়েন্টিফার্স্ট 'সেঞ্চুরি' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ। এতে ৬০ বছর বয়সী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে কীভাবে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও এগিয়ে নেয়া যায়, দেশের কাজে লাগানো যায় সে ব্যাপারে সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়। অধ্যাপক মাহমুদ বুয়েটের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখেন। তাই তার সুপারিশমালা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে বুয়েট এদেশে পথপ্রদর্শক। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যাপারে বুয়েটকে 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' বলে মনে করা হয়। শিক্ষা ছাড়াও দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পরামর্শ প্রদান এবং কিছু কিছু গবেষণার ক্ষেত্রেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে। নানা ধরনের বাণিজ্যিক পণ্যের মান পরীক্ষাও তারা নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে করে থাকে। বুয়েটের মান নির্ধারণী ফলাফলকে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরা হয়। এসব কাজ করার জন্য দেশে এখনও উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। জাতীয়ভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠা পর্যন্ত বুয়েটকেই কাজগুলো করে যেতে হবে। একবিংশ শতাব্দীতে নতুন নতুন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটায় বুয়েটের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে 'প্রকৌশল ও প্রযুক্তি' শিক্ষার মান উন্নত করার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাও বাড়াতে হবে।

আমাদের দেশে বুয়েটের সমমানের কোন 'ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি দেয়ার বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও সেগুলো মানের দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে না। আমাদের ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্সও এ কাজে প্রত্যাশা অনুযায়ী অবদান রাখার ক্ষমতা রাখে না। ফলে দেশে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার মান উন্নয়নে বুয়েটকে ভূমিকা রাখতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাকে যে পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে সেজন্য বুয়েটেরও আধুনিকায়ন ও নিরন্তর মান উন্নয়নের প্রয়োজন আছে।

আমাদের এই ঘনবসতিপূর্ণ দেশের সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদরা বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। এ কাজে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বুয়েটসহ দেশের সব প্রকৌশল ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে যুগের দাবি মেটাতে হবে। বুয়েট এ কাজে আদর্শ স্থাপন করতে পারে। এ কথা ঠিক, বুয়েটের যে সুযোগ-সুবিধা ও ঐতিহ্য আছে দেশের অন্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর তা নেই এবং ভাল শিক্ষক ও গবেষকরা রাজধানীতে কাজ করতে ভালবাসেন। কিন্তু এ অবস্থা বদলাতে হবে। রাজধানীর বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কাজের পরিবেশ উন্নত করতে হবে। তেমনি বেসরকারি খাতে বেশি টাকা পাওয়ার লোভে চলে যাওয়া এবং দক্ষ প্রকৌশলীদের বিদেশে পাড়ি দেয়া কমানোর জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার মান যেন দিন দিন উন্নত হয়, পুঁথিগত শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফারাক যেন কমে আসে সেজন্য বুয়েট দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে এবং সরকার এ ব্যাপারে মনিটরিং করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।